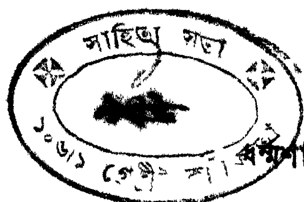
বিষ্ণুপূজায় আতপতণ্ডুল দান।



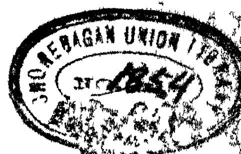
ধর্ম্মশাস্ত্রবিধেয়।

এতদ্বিষয়ক মীমাংসা।



শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র গোস্বামি

প্রণীতা।



কলিকাতা

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা শোভাবাজারস্থ ২৮৫ নম্বর ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮১ সাল।

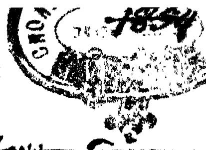
বিজ্ঞাপন।

আমতণ্ডুলদ্বারা বিষ্ণুপূজা, ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত কি না, শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচরণ ভড় আমার নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করায়, তণ্ডুলদ্বারা বিষ্ণুপূজা ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত। এতদ্বিষয়ে আমি একটি ব্যবস্থা প্রদান করি। আমার ঐ ব্যবস্থায় অত্রত্য প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহাশয়েরা সকলেই সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, উহার প্রথমখানি "আমান্ন নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না এতদ্বিষয়ক বিচার"। এইখানি উঁহার নিজ প্রণীত। এবং দ্বিতীয়খানি "আমতণ্ডুল দিয়া বিষ্ণুপূজা করা ধশাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম, এইখানিতে পণ্ডিত মহাশয়দিগের উক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা। এইখানি বোধ হয় উহাঁদের গৌরবের পুস্তক। অতএব এই দ্বিতীয় পুস্তক খানিতে কতদূর গৌরব আছে, তাহার সমালোচনা করিয়া দেখিলাম, দেখাতে বোধ হইল উহাতে যে কএকটি ব্যবস্থা লিখিত আছে তাহার সকল গুলিই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেবল [illegible] স্বার্থ সাধনের আগ্রহে ঐরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত কর্ম্মকে উহার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলে উহা ভিন্ন অপর কিছুই বোধ হয় না। অথবা কালের মাহাত্ম্যে নবং মতাভিমানীদলে ধর্ম্মলোপে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাঁহারা যত পরাক্রম প্রকাশ করুন্ না কেন ধর্ম্মের সকল অঙ্গের বাধ করিতে কোনমতেই সমর্থ হইবেন না। যখন এতাদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও "আমতণ্ডুল দিয়া বিষ্ণুপূজা করা ধশাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম" লিখিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইয়াছে যে ধর্ম্মের একেবারে নাশ করিতে কেহই পারিবেন্ না। উক্ত পুস্তকে যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহা সকলই এক অভিপ্রায় এই নিমিত্ত তাহার প্রত্যেকের বিশেষ সমালোচন অনাবশ্যক কেবল ত্রয়োদশসংখ্যক ব্যবস্থার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলাম। ধার্ম্মিকমহাশয়গণ দেখিলেই জানিতে পারিবেন ব্যবস্থা গুলি কেমন সঙ্গত। কিন্তু সকলের অবগতি জন্য দ্বিতীয় পুস্তকে যে কএকটি ব্যবস্থাসংখ্যা লিখিয়াছেন তাহার সকল গুলিরই তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক কেবল ইহাতে উত্তোলিত হইল।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	পংক্তি।
তণ্ডল	তণ্ডুল	৬	২০
ঐ	ঐ	৮	৭
ঐ	ঐ	৯	৩
স্পাট	স্পষ্ট	৯	৫
আর্ঘ্যাদিতে	অর্ঘ্যাদিতে	১০	৩৫
আর্য্যশ্চ্য	আশ্চর্য্য	১০	২২
রূপসৈব	রূপস্যৈব	১১	২৫
বৃষ্টিনিক্ষেপ	দৃষ্টিনিক্ষেপ	১২	৯
অনুপত্তি	অনুপপত্তি	১৩	১৭।১৮
স্পাবিষ্টই উক্ত আছেকে	স্পষ্টই উক্ত আছে	১৬	২৬
দীপাঘ্য	দীপার্ঘ্য	১৭	১
তণ্ডল	তণ্ডুল	১৮	১১
স্মতৌ	স্মৃতৌ	২০	১৪
নিসিদ্ধ	নিষিদ্ধ	২১	১৯
গন্ধং সর্ব্বং কাষ্ঠ	সর্ব্বং দগ্ধং কাষ্ঠ	২২	১২





বিষ্ণুপূজায় আতপতণ্ডুলদান ধর্ম্মশাস্ত্র বিধেয়।

এতদ্বিষয়ক মীমাংসা।

"নবদ্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় দিগের ব্যবস্থা। সংখ্যা ১।

উক্ত ব্যবস্থার অর্থ। "কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষিত চতুর্ব্বর্ণই বিষ্ণু পূজায় আমান্ননৈবেদ্যদান করিবেনা,, ।।



"কলিকাতা ও তদন্তঃপাতি নগরস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় দিগের ব্যবস্থা। সংখ্যা ২।

এবং।—"বৃহদাপণস্থ উত্তর পশ্চিম. দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা। সংখ্যা ৩।

উক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক ব্যবস্থার লেখন এক প্রকার, অতএব উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের অর্থ। "বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণকারি ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহে ও শালগ্রাম শিলার্চ্চনে, আমান্ননৈবেদ্যদান কখনই কর্ত্তব্য নহে, কারণ, উহা বিহিত নহে, ও শাস্ত্রে নিষেধ আছে,, ।

" শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামের পণ্ডিত গোস্বামীদিগের এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থা। সংখ্যা ৪।

উক্ত ব্যবস্থার অবিকল অর্থ ইহাতে উত্তোলিত হইল না, কারণ ঐ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত বিষয়ের বিন্যাস আছে। অর্থাৎ বৈষ্ণব ব্যতিরেকে অন্যদেবতা উপাসকেরা, শালগ্রাম শিলাদি বিষ্ণু পূজা করিতে পারে না, এই তাৎপর্য্যে উক্ত ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

অতএব অতিরিক্ত বিষয় সমালোচনার সম্প্রতি অনাবশ্যক বোধে, বিশেষতঃ অতিশয় গুরুতর বহুজন বিরোধি বিষয় হঠাৎ সমালোচন অবিধেয়, ইত্যাদি কারণ বশতঃ উক্ত ব্যবস্থার বিষয়ে বিশেষ কিছু কথিত হইল না। তবে উক্ত ব্যবস্থার শেষভাগে আতপতণ্ডুলদ্বারা নৈবেদ্য দান করিবে না ইত্যাদি বিষয়ের যাহা কিছু উল্লেখ আছে তাহার বিশেষ দোষাদোষ পরে সকলেই অবগত হইতে পারিবেন অতএব উহার ও আর পৃথক কিছু কহিবার আবশ্যক নাই।

"মুর্শিদাবাদের পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা।

সংখ্যা ৫।

উক্ত ব্যবস্থার অভিপ্রায়। শ্রীলগোস্বামিপাদানুযায়ি বৈষ্ণবগণ, এবং অন্য পূজক, শ্রীবিষ্ণুকে অক্ষতনৈবেদ্যদান করিবে না, ইহা মহান্ ভক্তিমান্‌গণের অভিমত,,।

"ব্যবস্থা। সংখ্যা ৬।

এই ষষ্ঠ সংখ্যক ব্যবস্থাটিও কোন প্রয়োজনীয় নহে। ইহার অভিপ্রায় বিশেষ লিখিবার কোন আবশ্যক নাই।

"মানভূমের রাজা ও তাঁহার সভাপণ্ডিতের ব্যবস্থা।

সংখ্যা ৭।

উক্ত ব্যবস্থার ও অভিপ্রায় যে "অপক্বান্ন বিষ্ণুকে প্রদান করিবেনা,,।

" ৺রাজকৃষ্ণমিত্রের সভাপণ্ডিত ও বড়বাজারের শ্রীহরি সভার আচার্য্যের ব্যবস্থা। সংখ্যা ৮।

উক্ত ব্যবস্থার অভিপ্রায়। "শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ও শালগ্রামশিলার্চ্চনাতে, কুত্রাপি আমান্ননৈবেদ্যের অর্পণ কর্ত্তব্য নহে, কারণ নৈবেদ্য দানমন্ত্রে সিদ্ধান্নের বিধান, এবং শাস্ত্রে আমান্নদানের প্রতিষেধ দর্শন হইয়া থাকে,,।

"দিনাজপুরাধিশ্বরী মহারাণী শ্যামমোহিনীর সভা-পণ্ডিতের ব্যবস্থা। সংখ্যা ৯।

উক্ত নবম সংখ্যক ব্যবস্থার ও অভিপ্রায় এই যে, "কুলাচার অনুরোধে ও আমান্ন নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণু পূজা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীধরস্বামি পাদ লিখনে, ও পদ্ম পুরাণ বচনে তাহার নিষেধ করিয়াছেন,,।

"শ্রীযুক্ত হরনাথ চূড়ামণির পত্র। সংখ্যা ১০।

উক্ত পত্রের অভিপ্রায় এই যে, "বিষ্ণু পূজনে তণ্ডুলনৈবেদ্য দান নিষিদ্ধ,,।

"ব্যবস্থা। সংখ্যা ১১।

একাদশ সংখ্যক এই ব্যবস্থাটী কেবল ১ খানি পত্র লেখা মাত্র, ইহার তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুকে আমান্ন প্রদান না করিয়া পক্কান্ন দেওয়াই বিধেয়।

১২ সংখ্যক ব্যবস্থা দেখিতে পাইলাম না অতএব তাহা উত্তোলিত করিলাম না। একেবারে ১৩ সংখ্যক ব্যবস্থা কহিয়াছেন ১২ সংখ্যক ব্যবস্থার কি অভিপ্রায় ছিল তাহা অলক্ষ্যই রহিল।

"বিষ্ণু নৈবেদ্যব্যবস্থা পত্রং। ১৩ সংখ্যাকম্।

এই ব্যবস্থাটিতে ব্যবস্থাপকের দুইটি নাম দেখিতে পাইতেছি। উহার শেষে ঐ দুইটি নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

"শ্রীতারানাথ শর্ম্মণাম্" এবং "শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম-গোস্বামিনাম্।

উক্ত ত্রয়োদশ সংখ্যক ব্যবস্থাটিই পূর্ব্বোক্ত সকল ব্যবস্থা অপেক্ষা হাতে বহরে বিলক্ষণ দীর্ঘ। এই ব্যবস্থা লতাটিতে যে কত

কল্পনা জলধারা অভিষেক করিয়াছেন, বলিতে পারি না। তাহাতেই উহার অঙ্গটি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহা ক্রমশ সকলেই অবগত হইতে পারিবেন।

উক্ত ব্যবস্থার অভিপ্রায়ও পূর্ব্বব্যবস্থানুরূপ অর্থাৎ ইহারও অভিপ্রায় বিষ্ণুনৈবেদ্যে আতপতণ্ডুলদান করিতে পারিবে না। তদ্বিষয়ে তিথিতত্ত্ব ধৃত জ্ঞানমালা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরং।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং ন তুলস্যাবিনায়কং" ॥ ইতি ॥

অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না, কেতকীপুষ্পদ্বারা মহাদেবের এবং দূর্ব্বাদ্বারা দুর্গার পূজাকরিবেনা, এবং তুলসীদ্বারা গণেশের পূজা করিবেনা॥

উক্ত বচনের যথাশ্রুত অর্থ শুনিবামাত্রই অক্ষতদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না এইরূপ অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত। বাস্তবিক উক্ত বচনের অর্থ এই যে, অক্ষতদ্বারা বিষ্ণুপূজা একেবারেই করিবে না, এরূপ নহে, কেবল পুষ্পঅভাবে তণ্ডুলদ্বারা পূজা করিতে পারে, শাস্ত্রে যে বিধি আছে তাহাই করিবে না, অর্থাৎ পুষ্পের প্রতিনিধি তণ্ডুলদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না, ইহাই মাত্রনিষেধ, উক্ত বচনের অর্থ। কিন্তু এই যথার্থ অর্থ না করিয়া, একেবারেই অক্ষতদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না, এইরূপ অর্থ প্রকাশ করাতেই বোধ হইতেছে ঐ কথাটি কতদূর সঙ্গত। বিশেষত আর একটি অতি বুদ্ধির কার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, যে "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং" এই বচনের যথাশ্রুত অর্থে কতদূর দোষাদোষ তাহার অনুসন্ধান না করিয়াই, পুনর্ব্বার, পুষ্পঅভাবে আতপতণ্ডুলদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না এই যথার্থ যে অর্থ ইহার প্রতি দোষ দেখাইবার জন্য লিখিয়াছেন যে পুষ্প অভাবে আতপ তণ্ডুলদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না এইরূপ নিষেধ পর নহে। অর্থাৎ উক্ত ব্যবস্থার অভিপ্রায়,

একেবারেই বিষ্ণুপূজাতে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে না, কারণ পুষ্পঅভাবে আতপতণ্ডুল দিবে না এরূপ সঙ্কোচ অর্থ করিবার প্রমাণ নাই। ঐরূপ কথনেই বোধ হইতেছে যে পুষ্প অভাবে যে আতপ তণ্ডুল প্রদান করিবে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন মাত্র। উহার প্রমাণ দর্শন করিলে ঐরূপ অসঙ্গত বাক্যব্যয়ে অবশ্যই কুণ্ঠিত হইতেন তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব প্রমাণ দর্শন বিরহেই কহিয়াছেন যে,—

"নচেদং পুষ্পাভাবে তৎস্থানীয়াক্ষতদাননিষেধ পরিমিতি বাচ্যং তথা সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাৎ"।

অর্থাৎ "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং" এই বচনে যে নিষেধ হইয়াছে তাহা পুষ্প অভাবে পুষ্পস্থানীয় যে অক্ষতদান তাহারই নিষেধ পর নহে কারণ ঐ সঙ্কোচ অর্থ করিবার প্রমাণ নাই। অর্থাৎ একেবারেই বিষ্ণুপূজাতে আতপতণ্ডুল দিবে না এইরূপ অর্থ না করিয়া, পুষ্পঅভাবে দিবে না এরূপ সঙ্কোচ অর্থ করিবার কোন আবশ্যক নাই, যে হেতু পুষ্পঅভাবে যে আতপ তণ্ডুল দিয়া পূজা করিতে পারে তাহারই নিষেধ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। দেখুন এই রূপ কথা কতদূর সঙ্গত। অতএব পুষ্পঅভাবে আতপতণ্ডুল দিয়া পূজা করিতে পারে এতদ্বিষয়ক প্রমাণ না দেখাইয়া থাকা যায় না। উক্ত প্রমাণ যথা,—

"পুষ্পাভাবে জলেনাপি দূর্ব্বয়া তণ্ডুলেন চ।
নিত্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা ভক্তিভাবেন সুন্দরি" ॥ ইতি।

হে সুন্দরি! পুষ্পঅভাবে কেবল জলদ্বারা, কিম্বা দূর্ব্বাদ্বারা, অথবা তণ্ডুল দ্বারা, ভক্তিভাবে নিত্য পূজা করিবে।

এক্ষণে বিবেচনা করুন্ এই বচনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে পুষ্প অভাবে আতপতণ্ডুলদ্বারা পূজা করিবে। অতএব "নাক্ষতৈ-

র্র্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং’ এই বচনে যে অক্ষতদ্বারা বিষ্ণুপূজা নিষেধ করিয়াছেন তাহা উক্ত বচন প্রতিপাদিত পুষ্পঅভাবে যে তণ্ডুলদ্বারা পূজা তাহারই নিষেধ,’ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি এই অর্থটি স্বেচ্ছাবশীভূত হওতঃ স্বীকার না করিয়া, একেবারেই বিষ্ণুপূজাতে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে না এইরূপ নিজ অভিলষিত কাল্পনিক নবঅর্থেই দুরাগ্রহ প্রকাশ করেন, উহাই উপহাসাস্পদ হইবার কারণ। পুষ্প অভাবে তণ্ডুলদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না, এই অর্থটি আমাদের স্বকপোল কল্পিত আধুনিক নহে। মহানুভব বিখ্যাত নামা কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যও তন্ত্রসারে ঐরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,—

“নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণু মিতি পুষ্পাভাবেঽতিদেশ-
প্রাপ্তস্য তণ্ডুলস্য নিষেধ পরং। তথাচ।
পুষ্পাভাবে জলেনাপি—ইত্যাদি।
নত্বর্ঘ্যাদি নিষেধ পরং”। ইতি।

অর্থাৎ “নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং” এই বচনে যে অক্ষতদান নিষেধ করিয়াছেন উহা পুষ্প অভাবে অতিদেশ প্রাপ্ত যে অক্ষত তাহারই নিষেধ॥ কারণ, পুষ্প অভাবে কেবল জলদ্বারা, কিম্বা দূর্ব্বাদ্বারা, অথবা তণ্ডুলদ্বারা ভক্তিভাবে নিত্য পূজা করিবে। এই বিধিআছে অতএব উহারই নিষেধ নতুবা অর্ঘ্য নৈবেদ্যাদিতেও যে আতপতণ্ডল প্রদান করিবে না এরূপ নিষেধ নহে।

দেখুন উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়ে স্পষ্টই বোধ হইতেছে। বাস্তবিক ঐরূপ পুষ্পঅভাবে অক্ষতদান নিষেধ স্বীকার করিতে হইবে উহা স্বীকার না করিয়া একেবারেই বিষ্ণুপূজাতে অক্ষতদান নিষেধ যাঁহারা করেন, তাহাদের এই আগ্রহটি যে নিতান্ত প্রবল বায়ুর কার্য্য ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। যদি বিষ্ণুপূজায় একেবারেই অক্ষতদান

নিষেধ হয়, তাহাহইলে পূজাঙ্গভূত অর্ঘ্যাদিতেও আতপতণ্ডুলদান নিষেধ হইতে পারে। অর্থাৎ "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং" এই বচনে অক্ষতদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না, এইঅর্থে যখন একেবারেই বিষ্ণুপূজাতে অক্ষতদান নিষেধ হইতেছে, তখন পূজাঙ্গভূত নৈবেদ্যেতে ও আতপতণ্ডুল দান করিবেনা ইহা উক্ত ব্যবস্থার অভিপ্রায়। কি আশ্চর্য্য ইহাকি তাহাদের হৃদয়ে একবারও উদয় হয় নাই যে "অক্ষতদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না' এই নিষেধ হেতুক যদি পূজাঙ্গভূত নৈবেদ্যেতে অক্ষতদান নিষিদ্ধ হয়, তাহাহইলে পূজাঙ্গভূত অর্ঘ্যাদি, তাহাতেও নিষিদ্ধ না হয় কেন, ? অর্ঘ্যাদি কি পূজাঙ্গ নহে ? বাস্তবিক অর্ঘ্যাদি যে পূজাঙ্গ তাহা আর অবিদিত নাই, এবং অর্ঘ্যাদিতে আতপতণ্ডুল দিবার বিধি শাস্ত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এবং ঐরূপ সদাচার ও পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অতএব বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, অর্ঘ্যাদিতে আতপতণ্ডুল দিবার যে সকল বচন শাস্ত্রে আছে তাহার স্মরণ না হওয়াতেই ঐরূপ অসঙ্গত লিখিয়াছেন। হতেই পারে, কারণ ভ্রম প্রমাদ আদিদোষ সকলেরই আছে। বিশেষতঃ শাস্ত্র বিষয়ে এমন কেহই বলিতে পারে না, যে আমার ভ্রমাদিদোষ নাই, সকলেরই ভ্রমাদিদোষ অবশ্যই ঘটিতে পারে, তবে যিনি অভিমানের একমাত্র আশ্রয় তিনিই যা বলুন। অতএব স্মরণের নিমিত্ত, বচন উদ্ধৃত হইতেছে। দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে শারদাবচন। যথা,—

"গন্ধ পুষ্পাক্ষত যবাঃ কুশাগ্রফল সর্ষপৈঃ।
সদূর্ব্বৈঃসর্ব্বদেবানামর্ঘ্য মেতদুদীরিতং"॥ ইতি

* গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, (আতপতণ্ডুল) যব, কুশাগ্র, ফল, সর্ষপ, এবং দূর্ব্বা, এই সকল বস্তুতে অর্ঘ্য প্রস্তুত করিবে, ইহা সকল দেবতা পক্ষেই কথিত হইল। ইতি।

অতএব সকলদেবতা পক্ষেই অর্ঘ্যেতে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইল। ইহাতেও যদ্যপি কহেন যে উক্ত অর্ঘ্য বিষয়ক বচনে যে অক্ষত দান করিবে কহিয়াছেন উহা সকল দেবতা পক্ষেইসামান্যত কহিয়াছেন। কিন্তু "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং' এই বচনে বিশেষ নিষেধ হেতুক বিষ্ণুপূজায় অর্ঘ্যেতে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে না। বাস্তবিক তাহাই কহিয়াছেন। অর্থাৎ বিষ্ণুপূজায় অর্ঘ্যেতে ও অক্ষত (আতপতণ্ডুল) প্রদান করিবে না, ইহা অনায়াসেই কহিয়াছেন। কি সাহস,—

বিষ্ণুপূজায় অর্ঘ্যেতে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে, এতদ্বিষয়ে কেবল দুইটি একটি বচন আছে এরূপ নহে। তদ্বিষয়ে ভূরি২ বচন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সে সকল বচন স্মরণ থাকিলে, অর্ঘ্যেতেও আতপতণ্ডুল দিবে না এরূপ অপলাপ কখনই করিতেন্ না। পূর্ব্বেই কহিয়াছি ভ্রম প্রমাদ আদিদোষ সকলেরই আছে।অতএব স্মরণ না থাকাতেই ঐরূপ অসঙ্গত যথাভিলষিত লিখিয়াছেন।

"তেনার্ঘ্যদানেঽপি যবা এবতৎপূজনেদেয়াঃ"।

বিষ্ণু পূজায় অর্ঘ্যদানেও যবপ্রদান করিবে অর্থাৎ আতপতণ্ডুল দিবে না।

দেখুন এই কথাটি কতদূর সঙ্গত। সকল দেবতারই অর্ঘ্যে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে, ইহা পূর্ব্বেই দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বধৃত-শারদাবচনে স্পষ্টই দেখিয়াছেন। এই বচনে সামান্যত সকল দেবতাপক্ষেই কহিয়াছেন, বলিয়া যে বিষ্ণুপূজায় উহার বাধ হইবে তাহা হইবে না। যদি বিষ্ণুপূজায় বাধ হইত তাহাহইলে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিতেন। এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার গোস্বামি-চরণেরও যদ্যপি বিষ্ণু পূজায় অর্ঘ্যেতে অক্ষতদান নিষেধ অভি-প্রায় হইত তাহাহইলে তিনি অবশ্যই নিষেধ বিষয়ে বিশেষ করিয়া কহিতেন। প্রত্যুত অর্ঘ্যেতে আতপতণ্ডুলপ্রদান করিবে ইহাই স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। পঞ্চম বিলাসে। যথা,—

"প্রক্ষিপেদর্ঘ্য পাত্রেতু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্।
কুশাগ্রতিল দূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ" ॥ ইতি।

সাধক অর্ঘ্যপাত্রে, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, (আতপতণ্ডুল) যব, কুশাগ্র, তিল,দূর্ব্বা, এবং সিদ্ধার্থ, এই আটটি বস্তু প্রক্ষেপ করিবে।

ইহাতে করিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, যে পুর্ব্বোক্ত শারদা বচনে সকল দেবতার পক্ষেই অর্ঘ্যে যে সকল বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঐ সকল দ্রব্য বিষ্ণুপূজাতে ও অর্ঘ্যে প্রদান করিবে, ইহা গোস্বামিচরণের অভিপ্রায়। এবং কেহ২ জল প্রভৃতি আটটি বস্তুদ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিবে, ইহা কহিয়া থাকেন, তাহাও তথায় কহিয়া তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

ভবিষ্য পুরাণে। যথা,—

"আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণিদধ্যক্ষত তিলাস্তথা।
যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈব মর্ঘ্যোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"। ইতি।

জল, ক্ষীর, কুশাগ্র, দধি, অক্ষত, (আতপতণ্ডুল) তিল, যব, এবং সিদ্ধার্থ, এই আটটি বস্তু অর্ঘ্যের অঙ্গ, অর্থাৎ এই আটটি বস্তু দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিবে।

এবং হরিভক্তি বিলাসে ১৩ বিলাসে ও অর্ঘ্যে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে ইহা কহিয়াছেন। যথা,—

"শুভেন নারিকেলেন দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ।
শঙ্খে কৃত্বাতু পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমান্বিতং" ॥ ইতি।

সপুষ্প ও আতপ তণ্ডুলের সহিত পানীয়, শঙ্খে বিধান করিয়া শুভ নারিকেল সহ অর্ঘ্য প্রদান করিবেক।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন অর্ঘ্য বিষয়ক যে কএকটি বচন প্রদর্শিত হইল উহার মধ্যে যদিও অন্যান্য বস্তুর অনৈক্য আছে, কিন্তু অক্ষত দান বিষয়ে আর কোন বচনেই কিছু মাত্র বিকল্প নাই,

সকল বচনেই স্পষ্টই কহিয়াছেন যে অর্ঘ্যে অক্ষত (আতপতণ্ডুল) প্রদান করিবে। এবং নারদ পঞ্চরাত্রেও,—

"তত্রগন্ধ সুমনোঽক্ষতান্যথো
নিক্ষিপেদ্ধৃদয় মন্ত্র মুচ্চরন্"।

ইত্যাদিবচনে অর্ঘ্যে অক্ষত প্রদান করিবার স্পষ্টবিধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এবং ঐরূপ সদাচার ও চিরপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অতএব বিষ্ণু পূজায় অর্ঘ্যে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবেনা এই কথাটি যে কতদূর সঙ্গত তাহা সকলেই অবগত হইতেছেন।

বিশেষতঃ আরো একটি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য এই যে, বিষ্ণু পূজাতে অর্ঘ্যে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে, ইহা কেবল আমরাই কহিতেছি, এরূপ নহে আমাদেরতো স্বীকারই আছে বাস্তবিক শাস্ত্রতাৎপর্য্য ও সদাচারই এই। কিন্তু যাহারা অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেনা এরূপ নিষেধে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন, তাহারাও আর্ঘ্যাদিতে আতপতণ্ডুল দান করিতে পারে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বোধহয় আপনারা দেখিয়া থাকিবেন। "আমান্ননৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণু পুজা হইতে পারে কি না। এতদ্বিষয়ক বিচার,,। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী প্রথমতঃ যাহা প্রণীত করেন, ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,

" বিষ্ণুপুজা বিষয়ে কেবল অর্ঘ্য প্রভৃতি স্থলে আতপতণ্ডুলের ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে।"

কি আর্শ্চয্য, ঐ পুস্তকে অর্ঘ্যাদিতে আতপতণ্ডুল দান স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, পুনর্ব্বার এক্ষণে দ্বিতীয় পুস্তকে আবার তাহার বিপরীত দেখিতেছি। এক ব্যবস্থা বিষয়ে দুই পুস্তকে দুই প্রকার লিখিয়াছেন, কি অনির্ব্বচনীয় আবেশে যে ঐরূপ বিপরীত লিখিয়াছেন তাহা সকলেই বিলক্ষণরূপে জানিতে

পারিতেছেন। প্রথম পুস্তকে অর্ঘ্যাদিতে অক্ষতদান স্বীকার করিয়াছেন ইহা সকলেই অবগত হইলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার উহার বিপরীত লিখিয়াছেন, দেখুন,

"তেনার্ঘদানেঽপি যবা এবতৎ পুজনে দেয়াঃ।"

অর্ঘ্যদানেতে ও বিষ্ণুপূজায় যব প্রদান করিবে, অর্থাৎ আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে না, এই নিষেধ করিয়াছেন কতদূর ব্যবস্থার ঐক্য তাহাসকলেই জানিতেছেন। কি পারিপাট্য। দুই পুস্তকে যে দুই প্রকার আছে উহা বরঞ্চ ভ্রম প্রমাদাদি দোষ বশতঃ হইয়াছে বলিলে ও যাহা হউক, কারণ পূর্ব্বেই কহিয়াছি ভ্রমপ্রমাদ আদিদোষ কোন ব্যক্তির না আছে। কিন্তু এইটি আবার অতিভয়ানক ভ্রম যে এক পুস্তকে এক ব্যবস্থা লেখাতেই নানান প্রকার। পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন।

"তেনার্ঘদানেঽপিতৎ পূজনে যবা এবদেয়াঃ।"

ইত্যাদি লেখাতে অর্ঘ্যেতে ও আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে না ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার অন্যত্রও লিখিয়াছেন, যে কেবল নৈবেদ্যেতেই আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে না। কি আশ্চর্য্য ঐ রূপ প্রলাপ যে ভয়ানক অনভিনিবেশ বিকারের কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লিখিয়াছেন যে,

"তণ্ডুলরূপামান্নেন নৈবেদ্যেন শূদ্রেণাপি বিষ্ণুপূজনং নকর্ত্তব্যং।"

অর্থাৎ তণ্ডুলরূপ যে আমান্ন তাহার দ্বারাই শূদ্র ও বিষ্ণুপূজা করিবে না, ইত্যাদি লিখিয়া পশ্চাৎ যে হেতু দিয়াছেন, তাহাতে ও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কেবল নৈবেদ্যেতেই আমতণ্ডুল প্রদান করিবেনা। ঐ হেতুটি এই

"বিষ্ণু পূজায়াং নৈবেদ্যরূপস্যৈব তণ্ডুলরূপামান্নস্য পাদ্মোত্তর খণ্ডে নিষেধাচ্চ।"

অর্থাৎ বিষ্ণু পূজাতে নৈবেদ্যরূপই যে তণ্ডুল আমায় তাহারই পাদ্মোত্তর খণ্ডে নিষেধ হইয়াছে।

দেখুন এই সকল লেখাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে বিষ্ণু-পূজায় কেবল নৈবেদ্যেতেই আমতণ্ডুলদান নিষেধ, তবে অর্ঘ্যা-দিতে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু অর্ঘ্যেতে ও আতপতণ্ডুলদান নিষেধ করিয়াছেন তাহাতো পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। কি ভয়ানক ভ্রম, অর্থের দিকে বুদ্ধিনিক্ষেপ করিলে কি এ সকল ভ্রমবোধ হয় না? এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, ঐ ব্যবস্থাটি কতদূর সঙ্গত।

আর একটি আশ্চর্য্য উহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বিষ্ণু-পূজায় অর্ঘ্যেতেও আতপতণ্ডুল প্রদান করিবে না এইরূপ নিষেধ লিখিয়া তাহার পর বোধ হয় স্মরণ হইয়া থাকিবে, যে আবাহনে ও আতপ তণ্ডুলপ্রদান করিবার যে স্পষ্টবিধি আছে তাহার কি হইবে, এই ভাবিয়া চিন্তিয়া, তদ্বিষয়ে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বানুরূপ সঙ্গত, কেবল প্রলাপ মাত্র॥ অর্থাৎ,

"আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাক্ষত পুষ্পকৈঃ"

হে নরসিংহ! এইরূপ সম্বোধনপূর্ব্বক, অক্ষত ও পুষ্পদ্বারা আবাহন করিয়া, ইত্যাদি আহ্নিক তত্ত্ব ধৃত নারদবাক্যে, আবাহন বিষয়ে যে অক্ষত বিধান আছে, উহাই স্বীকার করিয়া কহিয়াছেন।

"আবাহনার্থং তদ্গ্রহণে ন দোষ ইতি ভেদঃ"।

"পুষ্পাক্ষতান্ সমাদায় পৃথক্‌দেবান্ সমাহ্বয়েৎ।
ইতি দেবাবাহনে হস্তেন পুষ্পাক্ষত গ্রহণমাত্র বিধা-
নেন তস্য পুজনানঙ্গত্বাৎ ত্যাগবোধক নম আদি
শব্দোচ্চারণেন তত্তদ্দেবতোদ্দেশেন ত্যক্তদ্রব্যস্যৈব

পূজাঙ্গত্বাৎ আবাহনার্থ গৃহীতস্য চ তস্য নম আদি পদেন ত্যাগাভাবান্ন পূজাঙ্গতেতি নানুপপত্তিঃ ।। „

অর্থাৎ আবাহনের নিমিত্ত অক্ষত গ্রহণে দোষ নাই। কারণ, পুষ্প ও অক্ষত গ্রহণ করিয়া পৃথক দেবতার আহ্বান করিবে এই বচনে, দেব আবাহনে হস্তের দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত গ্রহণ মাত্রের বিধান হেতুক পূজাঙ্গ মধ্যে গণ্য নহে। যে হেতু ত্যাগবোধক নম আদি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক সেই সেই দেবতা উদ্দেশে ত্যক্ত যে দ্রব্য তাহারই পূজাঙ্গত্ব হয়। কিন্তু আবাহনার্থ গৃহীত যে সেই (অক্ষত) তাহার নম আদি পদযোগে ত্যাগের অভাব হেতুক পূজাঙ্গতা হইবে না, অতএব অনুপপত্তি হইবে না। অর্থাৎ ‘ নাক্ষতৈ-র্র্চয়েদ্বিষ্ণুং ’ এই বচনে অক্ষতদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে না, এই নিষেধ হেতুক, পূজাঙ্গভূত যে অর্ঘ্য, তাহাতেও অক্ষতদান করিবে না, কিন্তু আবাহনে অক্ষত প্রদান করিবে, যে হেতু আবাহন পূজাঙ্গ নহে অতএব অনুপপত্তি হইতে পারিল না ইহাই উক্ত ব্যবস্থার অভিপ্রায়।

এক্ষণে দেখুন, উহাতে যে অনুপপত্তিটি পরিশোধিত করিবার নিমিত্ত স্বকপোল কল্পিত উপপত্তি দেখাইয়াছেন। উহা যে অনু-পত্তি হইয়া পড়িয়াছে তাহা মনোযোগ করেন নাই। এবং ঐ অনুপ-পত্তিটি যে কেবল অনির্ব্বচনীয় অনভিনিবেশ প্রকাশ করিতেছে এরূপ নহে পূজাঙ্গের অনুষ্ঠান যে কত দূর তাহাও প্রকাশ করিয়াদিতেছে। কি আশ্চর্য্য, উক্ত ব্যবস্থার মতে নম আদি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক, দেবতা উদ্দেশে ত্যক্ত যে দ্রব্য তাহারই পূজাঙ্গতা হইবে। এই কথাটি কি সামান্য বিস্মৃতির কার্য্য, কি ভয়ানক প্রলাপ। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি ? পূজার অঙ্গভূত যে ষোড়শ উপচার শাস্ত্রে কহিয়াছেন, ঐ ষোড়শ উপচার মধ্যে পরিগণিত যে ‘ স্বাগত ও বন্দন’ উহা পূজাঙ্গ হইবে কি না ? যাহারা দেবতা উদ্দেশে ত্যক্ত যে

দ্রব্য, তাহারই পূজাঙ্গতা কল্পনা করেন তাহাদের মতে স্বাগত ও বন্দনের পূজাঙ্গতা হইতে পারে না। বাস্তবিক উহা যে পূজাঙ্গ তাহা শাস্ত্রে স্পষ্টই উক্ত আছে। যথা, আহ্নিকতত্ত্ব ধৃত আচার চিন্তামণি বচন।

"আসনং স্বাগতং পাদ্য মর্ঘ্য মাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমনস্নান বসনা ভরণানিচ॥
গন্ধপুষ্পধূপদীপৌ নৈবেদ্যবন্দনং তথা"॥ ইতি।

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমন, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, এবং বন্দন, এই ষোড়শ টি পূজার অঙ্গ॥

এবং হরিভক্তি বিলাস ধৃত আগম। যথা,—

"আসন স্বাগতে সার্ঘ্যে পাদ্য মাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমস্নান বসনা ভরণানিচ।
সুগন্ধ সুমনোধূপ দীপ নৈবেদ্য বন্দনং।
প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়া মুপচারাংস্তু ষোড়শ"॥ ইতি।

আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়ক, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, উত্তমগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, এবং বন্দন, এই ষোড়শটি উপচার পূজাতে প্রয়োগ করিবে।

এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও এতদ্বিষয়ক ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাতেও যদ্যপি কহেন যে প্রদর্শিত প্রমাণ মধ্যে ষোড়শ উপচার যাহা নিরূপিত হইয়াছে, উহা পূজাঙ্গরূপে স্বীকার্য্য। কিন্তু উক্ত ষোড়শ উপচার মধ্যে আবাহন নাই অতএব আবাহন পূজাঙ্গ হইবে না, ইহাও কহিতে পারিবে না। কারণ, আবাহন যে পূজাঙ্গ

ইহা এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য নহে, আবাহন পূজাঙ্গ হউক অথবা নাই হউক সে কথার আবশ্যকতা পরে হইবে। বাস্তবিক আবাহন পূজাঙ্গ তাহা পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ? দেবতাউদ্দেশে নমআদি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ত্যক্ত যে দ্রব্য তাহারই কেবল পূজাঙ্গতা হইবে, এই কথাটিতে "স্বাগত ও বন্দন এই দুই-টিরও পূজাঙ্গতা না হইতে পারে ?

কি আশ্চর্য্য, দেবতাউদ্দেশে ত্যক্ত দ্রব্যরই কেবল পূজাঙ্গতা হইবে, এইরূপ লিখিতে কি কিছুই সঙ্কোচ হয় নাই। বোধ হয় ঐরূপ লিখিবার সময় অনভিবেশ বিকার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া-ছিল, অতএব স্মরণ হয় নাই, স্বাগত ও বন্দন এই দুইটিও যে পূজাঙ্গ উহার কিরূপে সঙ্গতি হইবে। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি শাস্ত্র বিষয়ে ভ্রম সকলেরই আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বলাও যায় না, অভিমানে যখন বাচস্পতিও অর্থা-গ্রহে দুরাগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক অনর্থপদে পদ বিন্যাস করেন, তখন সাধারণে যে স্বীয় ভ্রম স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইবেন ইহা আশ্চর্য্যনহে।

অতএব দেবতাউদ্দেশে ত্যক্ত দ্রব্যরই কেবল পূজাঙ্গতা হইবে এই আলাপটি নিতান্ত প্রলাপ তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ উপচার বিষয়ক বচনে স্বাগত ও বন্দন এই দুইটি যে পূজাঙ্গ তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইয়াছে।

এক্ষণে আবাহনও যে পূজাঙ্গ ষোড়শ উপচার মধ্যে গণ্য তাহা স্পষ্ট দেখাইতেছি। হরিভক্তিবিলাসে বিবিধ উপচার দেখাইবার নিমিত্ত ষোড়শ প্রভৃতি যে উপচার দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রকা-রান্তর ষোড়শ উপচার দেখাইয়াছেন। যথা,—

"আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কং।
স্নানং বাসোভূষণঞ্চ গন্ধঃপুষ্পঞ্চ ধূপকঃ ॥

প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃপরং।
প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শ" ॥ ইতি।

আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণা, নমস্কার, বিসর্জ্জন, এই ষোড়শটি উপচার পূজার অঙ্গ। এই বচনে গণনা সংখ্যায় আপাততঃ সপ্তদশটি কথিত হইলেও, কিন্তু পুষ্প ও পুষ্পাঞ্জলি এই উভয়ের ঐক্য করিয়া লইলে ষোড়শটি হইবে, টীকাকারও উহাই লিখিয়াছেন। যথা,—

"পুষ্পস্য পুষ্পাঞ্জলেশ্চৈক্যেন ষোড়শ"। ইতি।

পুষ্প ও পুষ্পাঞ্জলির ঐক্য করিলে ষোড়শটি হইবে।

এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইল যে আবাহন ও পূজাঙ্গ উপচার মধ্যে গণনীয়। অতএব দেবতা উদ্দেশেত্যক্ত যে দ্রব্য তাহারই পূজাঙ্গতা হইবে, আবাহনের পূজাঙ্গতা হইবে না। এইরূপ অসঙ্গত কথা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়াও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিতে পারিতেছেন্ না?

আরো দেখুন ঐ ব্যবস্থায়, "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং" এই বচনের বিষ্ণুপূজায় একেবারেই অক্ষত প্রদান করিবেনা। এইরূপ কাল্পনিক অর্থ করিয়া, পূজাঙ্গভূত নৈবেদ্যে অক্ষতদান নিষেধ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ঐ বচনটিমাত্র অবলম্বন করিয়া ব্যস্তভাবে ঐরূপ দুরাগ্রহ প্রকাশে কি কিঞ্চিৎমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন্ না। যেমত "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং" এইটি দেখিবা মাত্র, কাল্পনিক অর্থ করতঃ নিজ অভিলসিত বিষয়ে ব্যগ্র হইতেছেন, তেমত যে সকল বচনে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সে সকল বচন গুলি দেখা উচিত ছিল, তদ্বিষয়ে মুদ্রিত নয়ন হইলে কি হইবে। হরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টই উক্ত আছেকে অক্ষত দ্বারা পূজা করিবে। যথা, —

" দীপার্ঘ্যদানংদেবস্য কুরুষে গীতনর্ত্তনৈঃ।
দুর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পুজয়িত্বা পূজান্তে মধুসূদনং।
অক্ষতৈ র্নৃপশার্দ্দূল! কি মর্চ্চয়সি কেশবং" ॥ ইতি।

গৌতমঋষি, অম্বরীষ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে নৃপ-। শ্রেষ্ঠ অম্বরীষ! তুমি পূর্ব্বে যেরূপ ভগবানের পূজা করিতে সেইরূপ, এক্ষণেও ভগবান্‌কে দীপ ও অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাক, এবং নৃত্যগীত প্রভৃতি, ও দুর্ব্বাঙ্কুরদ্বারা পূজা করিয়া তদনন্তর অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) দ্বারা. কেশবকে পূজা করিয়া থাক?

দেখুন উক্ত পদ্মপুরাণীয় বচনে অক্ষতদ্বারা বিষ্ণু পূজা করিবে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অতএব যখন অক্ষতদ্বারা বিষ্ণু-পূজা করিবে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন উপচার মধ্যে পরিগণিত পুজাঙ্গনৈবেদ্যেও আতপতণ্ডুল প্রদান করিতে পারে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং হরিভক্তিবিলাসে ৫ বিলাসেও উক্ত আছে। যথা,—স্কান্দে।

" পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং তোয়ং দুর্ব্বাক্ষতং সুত।
জায়তে মেরুণাতুল্যং শালগ্রামশিলার্পিতং" ॥ ইতি।

পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, তোয়, দুর্ব্বা, ও অক্ষত (আতপতণ্ডুল) হে সুত এই সকল দ্রব্য শালগ্রাম শিলায় অর্পিত হইলে মেরুতুল্য হয়।

এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, কি শালগ্রাম শিলায়, কি অন্যত্র, কুত্রাপি বিষ্ণু পুজায় আতপতণ্ডুল দান কোন মতেই নিষিদ্ধ হইতে পারে না, তথাপি যাহারা, বিষ্ণু পুজায় আতপ-

তণ্ডুল দান নিষেধে আগ্রহ করেন, তাহাদের ঐ আগ্রহ দুরাগ্রহ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে শ্রীধর স্বামিপাদ, বিষ্ণু পূজাতে যে অক্ষতদান নিষেধ করিয়াছেন তাঁহারও অভিপ্রায় পূর্ব্বানুরূপ, পুষ্প-প্রতিনিধি অক্ষত দান নিষেধ পর অবশ্যই বলিতে হইবে, নতুবা স্বামিপাদ সকল শাস্ত্রবচনের বিরোধ করিয়া লিখিয়াছেন এরূপ সম্ভাবনা কখনই হইতে পারে না। অর্থাৎ,

"গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্ভিঃ—"।

ইত্যাদি ভাগবত একাদশ স্কন্ধ শ্লোকের টীকাতে।

"অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারেনতু পূজায়াং,
নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ইতি নিষেধাৎ"॥

এই লেখাতেই যে স্বামিপাদ,- একেবারেই আতপতণ্ডুল দান নিষেধ কহিয়াছেন, এরূপ সম্ভাবনাই হইতে পারে না। তিনি কি বিষ্ণু পূজায় একেবারেই অক্ষত প্রদান করিবেনা বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রের সহিত অপরিহার্য্য বিরোধ পরিহার করেন নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। তবে স্বামিপাদেরও অভিপ্রায় এই যে, পুষ্প অভাবে যে তণ্ডুলদ্বারা পূজা বিহিত আছে তাহারই নিষেধ করিয়াছেন। অতএব,

"অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে"।

এই তিলকালঙ্কারটি উপলক্ষণ, অর্থাৎ পুষ্প অভাবে যে অক্ষত দান সামান্যত বিধি ছিল, তাহাই বিষ্ণু পূজাতে প্রদান করিবে না, এই নিষিদ্ধ ব্যতিরেকে, আবাহন, অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য প্রভৃতির উপলক্ষণ। উক্তরূপ নিষিদ্ধ ভিন্ন আবাহনাদিতে অক্ষত প্রদান করিবে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বিষ্ণু-পূজায়, অর্ঘ্য আবাহন, নৈবেদ্য প্রভৃতির স্থলে আতপতণ্ডুল কোনরূপেই নিষিদ্ধ হইতে পারে না। তবে, 'নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং'

এই বচনোক্ত যে নিষেধ তাহা কেবল পুষ্প প্রতিনিধি অক্ষতদান নিষেধক, নতুবা একেবারে বিষ্ণুপূজায় নিষেধ নহে।

এক্ষণে ঐ ব্যবস্থাটি যে কতদূর সঙ্গত তাহা সকলেই বিলক্ষণ অবগত হইতেছেন।

ঐ ব্যবস্থায় আর একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ধীশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন,অর্থাৎ আতপতণ্ডুল অভক্ষ্য,উহা নৈবেদ্যেপ্রদান করিবে না এই অভিপ্রায়ে প্রমাণ দেখাইয়াছেন,

"নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বজামহিষীক্ষীরমিতি"।

অর্থাৎ অভক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যার্থে প্রদান করিবে না, এবং ভক্ষ্যের মধ্যেও অজা ও মহিষীক্ষীর নৈবেদ্যে প্রদান করিবে না। এই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন যে, যে বস্তু ভক্ষণ করিতে পারা যায় না তাহা নৈবেদ্যে প্রদান করিবে না, এই নিষেধহেতুক আতপতণ্ডুলও নৈবেদ্যে প্রদান করিবে না।

কি আশ্চর্য্য, 'নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে, ইত্যাদি প্রমাণটি দেখিয়াই লিখিয়াছেন ভক্ষণের অযোগ্য বস্তু নৈবেদ্যে প্রদান করিবে না, কিন্তু ঐ অভক্ষ্য কিরূপ, যাহা ভক্ষণ করিতে পারা যায় না, অথবা অভক্ষ্য বলিয়া যাহাদিগকে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা বিশেষ করিয়া দেখা উচিত ছিল। বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই ঐরূপ প্রলাপ প্রয়োগ করিলে কি উন্মত্ত পদে গণ্য হইবেন্ না।

'নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে, ইত্যাদিস্থলে স্পষ্টই লিখিয়াছেন, যে বস্তু স্বরূপত অভক্ষ্য, তাহাই নৈবেদ্যে প্রদান করিবেনা। যথা, একাদশী তত্ত্বে।

"নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বজামহিষীক্ষীরেবর্জ্জয়েৎ,।

ইত্যাদিস্থলে লিখিয়াছেন। যথা—

"নাভক্ষ্যমিতি যদ্বর্ণস্য যদভক্ষ্যং স্বরূপতো, লশুনাদি তৎতেন নদেয়ং। নতুরাত্রৌদধ্যাদ্যপি,, ॥ ইতি ॥

অর্থাৎ ' নাভক্ষ্যং, ইত্যাদি যে অভক্ষ্যদান নিষেধ করিয়াছেন, উহা ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণের যাহা স্বরূপত অভক্ষ্য লশুনাদি তাহাই দান করিবেনা, নতুবা রাত্রিকালে দধ্যাদি পর্য্যন্ত ও প্রদান করিবে না, এরূপ নহে। অতএব স্বরূপত অভক্ষ্য যে তাহাই নৈবেদ্যে প্রদান করিবে না। এবং হরিভক্তিবিলাসেও উক্ত অভক্ষ্য দান নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু উহাতেও অভক্ষ্য শব্দে পূর্ব্বোক্তানুরূপ তাৎপর্য্য। কারণ নৈবেদ্যে যে সকল বস্তু নিষেধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আতপতণ্ডুল প্রদান করিবেনা এরূপ নিষেধ কুত্রাপিও দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক কেনই বা উহার নিষেধ করিবেন, শাস্ত্রে আতপতণ্ডুলের নৈবেদ্য প্রদান করিবার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব গোস্বামিচরণ উহার নিষেধ করেন্ নাই। দেখুন নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ যাহা লিখিয়াছেন তন্মধ্যে অক্ষত-দান নিষেধ নাই। নৈবেদ্য প্রকরণে, যথা—

" অথ নৈবেদ্যে নিষিদ্ধানি হারীতস্মৃতৌ "।

" নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ইত্যাদি এবং অন্যান্য অনেক বচন প্রদর্শন করিয়া নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য দেখাইয়াছেন। তাহাতে আতপতণ্ডুল নিষেধ কুত্রাপি নাই। এবং তৎপরে ' নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে, উক্ত এই বাক্যে যে অভক্ষ্য দান নিষেধ হইয়াছে, সেই অভক্ষ্য কোন্ কোন্ বস্তু তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—কৌর্ম্মে।

" বৃন্তাকং জালিকাশাকং কুসুম্ভাশ্মন্তকং তথা।
পলাণ্ডুংলশূনং শুক্তং নির্য্যাসঞ্চৈববর্জ্জয়েৎ।
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুকুণ্ডঞ্চ তথৈবচ।
উড়ুম্বর মলাবুঞ্চ জগ্ধ্বা পততি বৈদ্বিজঃ ॥ ৬৪ ॥

বৈষ্ণবে।

ভুঞ্জীতোদ্ধৃত সারাণিকদাচিন্ন নরেশ্বর।

স্কন্দে।

যেভক্ষয়তি বৃন্তাকং তস্য দূরতরোহরিঃ।

কিঞ্চান্যত্র।

বার্ত্তাকুং বৃহতীঞ্চৈব দগ্ধমন্নং মসূরকং।

যস্যোদরে প্রবর্ত্তেত তস্যদূরতরোহরিঃ॥

কিঞ্চ।

অলাবুং ভক্ষয়েদযস্তু দগ্ধ মন্নং কলম্বিকাং।

সনির্লজ্জঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং॥

অতএবোক্তংযামলে।

যত্রমদ্যং তথামাংসং তথাবৃন্তাকমূলকে।

নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকীরতিঃ॥ ৬৫॥

টীকাচ।

অভক্ষ্যার্পণং নিষিদ্ধমিত্যভক্ষ্যাণি লিখতিবৃন্তাকমিত্যাদিনা। কুসুম্ভশাকং অশ্মন্তকঞ্চশাকবিশেষং। শুক্তং কাঞ্জিকং। কুকুণ্ডং ফলবিশেষং॥ ৬৪॥ উদ্ধৃত সারাণিপিণ্যাকাদীনি॥৬৫॥

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নাভক্ষ্যং ইত্যাদিতে অভক্ষ্য অর্পণ নিসিদ্ধ হইয়াছে, ঐ অভক্ষ্য মধ্যে গণনীয় যে সকল বস্তু তাহাই কুর্ম্ম পুরাণাদিদ্বারা নিরূপিত করিলেন।

এক্ষণে দেখুন উহার মধ্যে আতপ তণ্ডুল নৈবেদ্যে প্রদান করিবে না এরূপ নিষেধ কোন বচনেই লক্ষিত হইতেছে না, তবে ঐরূপ স্বকপোল কল্পিত অসঙ্গত বাক্‌বিন্যাস নিতান্ত অগ্রাহ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তবে কহিয়াছেন যে, পাদ্মোত্তর খণ্ড বচনে স্পষ্টই আমান্ন নৈবেদ্যদান নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়া বিধেয় নহে। এ কথাটি যে তাহাদের কতদূর অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা কি তাহারা এখনও জানিতে পারিতেছেন না। পদ্মপুরাণ বচনটিমাত্র অবলম্বন করিয়া যাঁহাদের এতদূর আড়ম্বর, তাহাদের একবার দেখা উচিত ছিল, যে পদ্মপুরাণে নিষেধ আছে বলিয়াই তাহার পূর্ব্বাপর অর্থের বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই অনর্থ অর্থের বশীভূত হইলে জন সমাজে উপহাসাস্পদ ও অসার বলিয়া গণ্য হইতে হইবে।

তাহাদের পদ্মপুরাণ বচন এই।

"স্বিন্নতণ্ডুল সিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দ স্যার্চ্চনে গন্ধং সর্ব্বং কাঞ্চ উদারধীঃ॥
তথাচামান্ন নৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরি পূজনে"।

সিদ্ধ তণ্ডুলের সিদ্ধান্ন, ও আমান্ন পরিত্যাগ করিবে। এবং উদারমতি শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত গোবিন্দ অর্চ্চনে সর্ব্বদগ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করিবে। এবং আমান্ন নৈবেদ্যও বিষ্ণুপূজায় প্রদান করিবে না।

এক্ষণে দেখুন উক্ত বচনদ্বারা যাহারা আমান্ন তণ্ডুল নৈবেদ্যদান নিষেধ হেতুক, উভয় বিধ আমান্ন, অর্থাৎ "স্বিন্নতণ্ডুল সিদ্ধান্নং" এই বচনে, সিদ্ধ তণ্ডুলের আমান্ন, এবং "তথাচামান্ন নৈবেদ্যং" এই বচনে আতপতণ্ডুলের ও আমান্ন এই উভয় বিধই আমান্ন নিষেধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহাদের ঐ রূপ তাৎপর্য্য যে কেবল অন্ধ পরম্পরায় অবগত হইয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি উক্ত পদ্মপুরাণ বচনের পর বচনে কি আছে দেখিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, কখনই এরূপ অনভিনিবিষ্টতার পরিচয় প্রদান করিতেন না।

উক্ত পদ্মপুরাণ বচনের ঐ রূপ অর্থ করিয়া, উহার পর বচনের অর্থ সহ ঐক্য করিলে আমান্ন ও সিদ্ধান্ন উভয়েরই নিষেধ-হইয়া যায়। উক্ত বচন যথা,—

" তথাচামান্ন———।
সিদ্ধান্নং রক্তশাকঞ্চ বার্ত্তাকুং কুন্দসন্নিভাং" ।। ইতি।

অর্থাৎ পূর্ব্ববচনে স্বিন্নতণ্ডুলের সিদ্ধান্ন, ও আমান্ন, এবং এই বচনে আতপতণ্ডুলের আমান্ন ও সিদ্ধান্ন উভয়েরই নিষেধ হইয়া যায়।

অতএব উক্ত বচনের ঐ রূপ অর্থ যে নিতান্ত অবিচারিত, ইহা সকলেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। তবে উক্ত বচনের অসঙ্গত অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক, যাহাতে পরস্পর বিরোধ না হয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। উহার এরূপ অর্থ করিলে আর কোন বিপ্রতিপত্তি থাকিবে না। অর্থাৎ " স্বিন্নতণ্ডুল সিদ্ধান্নং " এই বচনে যে স্বিন্নতণ্ডুলের সিদ্ধান্ন, ও উহারই আমান্ন নিষেধ করিয়াছেন, পর বচনেও পুনর্ব্বার অধিকতর দোষ নিবারণার্থ উহারই নিষেধ করিয়াছেন। এরূপ অর্থ না করিয়া যাহারা অসঙ্গত অর্থে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে ঐ অর্থটি অনর্থ হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিক আতপতণ্ডুলের আমান্ন নৈবেদ্যদান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে, উহা প্রদান করিতে পারে। এতদ্বিষয়ক অনেকানেক প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সকল বচন দেখাইতেছি।

তন্ত্রসার ধৃত গৌতমীয় বচন। যথা,—

"মাঘেমাসি যজেৎ কৃষ্ণমক্ষতৈঃ সগুড়ৈঃসিতৈঃ।
দুগ্ধান্নং শর্করাযুক্তং মিষ্টান্নঞ্চ নিবেদয়েৎ" ।। ইতি।

মাঘমাসে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায়, গুড় সহিত সিত আতপতণ্ডুল, এবং শর্করাযুক্ত দুগ্ধান্ন, ও অন্য মিষ্টান্ন নিবেদন করিবেক।

এবং, মন্ত্র মুক্তাবলী ধৃত প্রপঞ্চসার বচন। যথা,—

"যুবতী স্তনবৎ কৃত্বা ক্ষালিতং শালিতণ্ডুলং।
কল্পয়িত্বাথ নৈবেদ্যং বিষ্ণবে তন্নিবেদয়েৎ" ॥ ইতি

উত্তমশালি তণ্ডুল জলদ্বারা ধৌত করতঃ যুবতী স্ত্রীরস্তনাকৃতিরূপে রচনা করিয়া ভগবান্ হরিকে সেই নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। এই বচনদ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে আমাদের দেশে আতপতণ্ডুলের যে নৈবেদ্য রচনা প্রথা আছে তাহার উক্ত বচনই প্রধান কারণ হইবে। বাস্তবিক উক্ত বচনাদি প্রমাণ বশতই আমাদের দেশেনৈবেদ্য রচনায় ঐ রূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও নৈবেদ্য প্রকরণে কহিয়াছেন। যথা,—

"পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং যদ্যদ্বেদে নিরূপিতং।
বক্ষ্যামি সাম্প্রতং কিঞ্চিৎ যথাধীতং যথামতি ॥
নবনীতং দধি ক্ষীরং"————

পূজার উপযুক্ত যে সকল নৈবেদ্য দ্রব্য বেদে নিরূপিত আছে, তাহাই কিঞ্চিৎ সম্প্রতি, বুদ্ধি ও অধ্যয়ন অনুসারে কহিব।

নবনীত, দধি, এবং ক্ষীর,——ইত্যাদি কহিয়া, তদনন্তর আতপতণ্ডুল দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিবে ইহা স্পষ্টই কহিয়াছেন।

যথা,—

"স্বস্তিকং শর্করা শুক্লধান্যস্যাক্ষত মক্ষতং" ॥ ইতি।

স্বস্তিক, শর্করা, এবং শুক্লধান্যের অক্ষত (অর্থাৎ কীটাদি খোদিত নহে) যে অক্ষত (আতপতণ্ডুল,) ইহাও নৈবেদ্যে প্রদান করিবে।

এবং, ক্রিয়া যোগসারেও উক্ত আছে। যথা,—

"একদা কুলভদ্রাখ্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
পূজয়ামাস মাং ভক্ত্যা নৈবেদ্যাদ্যৈর্নদীতটে ॥
মামভ্যর্চ্চ্য সবিপ্রেন্দ্রো মম নৈবেদ্য তণ্ডুলং।
যযৌ তত্রৈব নিঃক্ষিপ্য ভূয় এব নিজং গৃহং ॥
ততো বৃক্ষাৎ সমাসাদ্য ক্ষুধয়া পক্ষিণাত্বয়া।
মম নৈবেদ্য সম্বন্ধি ভক্ষিতং সর্ব্বতণ্ডুলং" ॥ ইতি।

সর্ব্বতত্ত্ববিৎ কুলভদ্র নামক ব্রাহ্মণ, একদা নদীতটে নৈবেদ্যাদি-দ্বারা ভক্তিভাবে আমার পূজা করিয়া ছিল।

সেই বিপ্রেন্দ্র আমার পূজা সমাপন করিয়া, যে সকল তণ্ডুল দ্বারা আমার নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই নৈবেদ্যের তণ্ডুল সকল সেই স্থানেই নিক্ষেপ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার নিজ ভবনে গমন করিল।

তদনন্তর তুমি বৃক্ষ হইতে আসিয়া, (সেইকালে তুমি পক্ষী ছিলে) আমার নৈবেদ্য সম্বন্ধি সমস্ত তণ্ডুল ভক্ষণ করিলে।

মহাপাতকনাশক আমার সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া, তুমি তৎক্ষণাৎ দারুণ পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছ।

এক্ষণে, সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হইল, যে বিষ্ণুপূজায় আতপ-তণ্ডুল নৈবেদ্যদান শাস্ত্রবিহিত কি না। ফলত এই সকল শাস্ত্রে, বিষ্ণুপূজায়, আতপতণ্ডুলের নৈবেদ্যদান বিধিস্পষ্ট দেখিয়া এবং চিরপ্রচলিত সদাচারও ঐরূপ ইহা দেখিয়াও যাহারা দুরাগ্রহ বশতঃ শাস্ত্র মর্য্যাদাবিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহাদের বাক্য কি? কখন গ্রাহ্য হয়? বেদ তুল্য বেদার্থনিবন্ধন শাস্ত্র সকলের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারি, (নাস্তিকোবেদ নিন্দক ইত্যাদি অনুসারে) নাস্তিকপদবর্ত্তিদিগের বাক্য গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন।

হরিভক্তিবিলাস ধৃত বিষ্ণুরহস্য ও কুর্ম্মপুরাণ বচন। যথা;—

"যেষাং ন কারণং বেদান বিপ্রান জনার্দ্দনঃ।
তন্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেষাং বাক্যং বিবর্জ্জয়েৎ"।।ইতি।

টীকা যথা।—বেদাদয়োন কারণং প্রমাণং তন্ত্রাণি আগম-শাস্ত্রাণি। ইতি

বেদে, ব্রাহ্মণে, ও জনার্দ্দনে, এবং তন্ত্র, ও ধর্ম্মশাস্ত্রে, প্রমাণ-রূপে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের বাক্য পরিত্যাগ করিবে। ইত্যাদি নিষেধ হেতুক ধর্ম্মশাস্ত্রের বাধ করিতে যাহারা দুরাগ্রহ প্রকাশ করেন তাহাদিগের বাক্য কেহই গ্রাহ্য করেন্ না।

অবশেষে আর একটি কথাও না বলিয়া থাকা যায় না।

" নচামান্ন দানোত্তরং পক্ত্বা ভোজ্যমিত্যপি কল্পয়িতুং শক্যতে,"

অর্থাৎ আমান্নদানানন্তর পাককরিয়া ভক্ষণ করিবে ইহাও কল্পনা করা যায় না ইহা লিখিয়া, তদ্বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় বচন দেখাইয়াছেন,

"শূদ্রোঽপি হরিভক্তশ্চেৎ নৈবেদ্য ভোজনোৎসুকঃ।
আমান্নং হরয়েদত্ত্বা পক্বং কৃত্বা ন খাদয়েৎ" ।। ইতি

এই বচনে যে কত বড় বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে সকলেই বিস্মিত হইবেন। অর্থাৎ ঐ বচনের শেষ চরণটি একেবারেই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক ঐ বচনের শেষ চরণে, "পাকং কৃত্বাচ খাদতি" এই পাঠ, বিখ্যাত কীর্ত্তি মহাত্মা রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমে দেখিতে পাইতেছি। কেবল শব্দকল্পদ্রুমে দেখিয়াছি বলিলে যদি আপাততঃ বিশ্বাস না করেন। অতএব, আমতণ্ডুলদান নিষেধ বিষয়ের দ্বিতীয় পুস্তকে (৬ সংখ্যক ব্যবস্থাতেও) উক্ত বচনের শেষ চরণটি "পাকং কৃত্বাতু খাদতি" এইরূপ আছে তাহাতেতো আর অবিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা নাই। কি আশ্চর্য্য স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত বেদব্যাসের লেখাও পরিবর্ত্তন করিতে সাহস প্রকাশ করেন।

যদি ব্যাস হইতে অভিলাষ থাকে তাহাহইলে একটি চরণ পরিবর্ত্তন করিলেই যে কেবল ব্যাসনামে খ্যাত হইবেন ইহা-হইতে পারে না। তবে ঐরূপ স্থলে যে নামে খ্যাত হওয়া যায় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

এক্ষণে ঐ ব্যবস্থাটি কত দূর সঙ্গত তাহা সকলেই বিদিত হই-লেন। ঐ ব্যবস্থাটিতে যে কেবল প্রদর্শিত কএকটি মাত্র প্রলাপ আছে তাহা নয়। উহার সকল অঙ্গই প্রলাপময়। তবে আপা-ততঃ কএকটি মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত রহিলাম। ইহাতেই সকলে অনুভব করিবেন ঐ ব্যবস্থাটি কেমন পরিপাটী।

"ব্যবস্থাপত্র সংখ্যা (১৪")।

চতুর্দ্দশ সংখ্যক ব্যবস্থার অর্থ। কুলাচার অনুরোধেও গৃহীত বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাক শূদ্রও আমান্ন নৈবেদ্য বিষ্ণুকে দান করিবে না।

উক্ত ব্যবস্থায় নবদ্বীপস্থ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নেরও নাম দৃষ্ট হইতেছে। ঐ ব্যবস্থাটি দর্শন করিয়া কি পর্য্যন্ত যে বিস্মিত হইলাম বলিতে পারি না। কারণ, উক্ত ব্যবস্থার উপরিভাগে, "বিদ্যারত্ন মহাশয়ের, ৩০ জ্যৈষ্ঠের পত্রে" "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং এই বচন দ্বারা প্রতিনিহিত তণ্ডুল দ্বারায় পূজা নিষেধ ইহা প্রাচীন মহাশয়েরা কহিয়া থাকিতেন" এই লেখা দেখিতে পাই-তেছি, কিন্তু আবার আমান্ন নৈবেদ্য বিষ্ণুকে দান করিবেনা বলিয়া "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং এই বচন প্রমাণ দেখাইয়াছেন। এক্ষণে দেখুন, "বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত,, বলিয়া যাহাকে কহেন, তিনি কি বিশেষ অর্থে ঐরূপ অসঙ্গত লিখিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া কি দুর্ঘট?

"ব্যবস্থাপত্র সংখ্যা (১৫")।

এই পঞ্চদশ সংখ্যক ব্যবস্থাটি কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের। উহাতে, কখগঘ এই চিহ্নে চার দফা লেখা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায়

পুর্ব্বানুরূপ বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল দান নিষিদ্ধ। এবং তদ্বিষয়ে যে প্রমাণ তাহাও সেই পাদ্মোত্তর খণ্ডবচন। অতএব ইহার আর বিশেষ কহিতে হইবে না। পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন উহা কি রূপ সঙ্গত।

বাস্তবিক সকল ব্যবস্থা গুলিই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কেবল সাহসিক অশাস্ত্রীয় বাগ্‌জাল প্রকাশ মাত্র।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে।

এক্ষণে সকলেই দেখিলেন, বিষ্ণুপূজায়, আবাহন, অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য প্রভৃতিস্থলে সর্ব্বত্র আতপতণ্ডুল দান ধর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত কোনমতেই নিষিদ্ধ নহে। কেবল পুষ্পঅভাবে তণ্ডুলদ্বারা যে পূজা তাহারই নিষেধ। অতএব অর্ঘ্য আবাহন ও নৈবেদ্য প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আতপতণ্ডুল দেওয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত হইল, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কেবল যিনি পূর্ব্বপুরুষদিগকে অধার্ম্মিকও অনাচারী করিতে চেষ্টিত, তিনিই যাবলুন্।

কিন্তু ধার্ম্মিক সদাশয় পূর্ব্বপুরুষ প্রতিপাদিত সৎপথানুবর্ত্তি মহাত্মাগণ অভিনব অসৎপথে পদার্পণ করিতে কদাচ অগ্রসর হইবেন না। সকলেই যেরূপ পূর্ব্বপ্রথা আছে তদনুরূপ আচার ব্যবহার করিবেন। তবে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে বিষ্ণুপূজায় কেবলই আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্যই প্রদানকরিবে অন্নাদি প্রদান করিবে না, এরূপ নহে। যাহাদিগের অধিকার আছে তাহারা উভয়বিধই নৈবেদ্য বিষ্ণুকে প্রদান করিতে পারিবেন। যাহাদিগের অধিকার নাই,তাহারাই কেবল আমান্নাদিদ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিবে এতদ্বিষয়ের বিশেষ,ধার্ম্মিক সদাশয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে অবগত হইতে পারিবেন, অতএব এই পুস্তকে উহার বিশেষ কিছু উল্লেখ হইল না। অবশেষ ইহাও কহিতেছি, যে অশেষ শাস্ত্র বিশারদ মহামান্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী, ও জিরাট গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদানন্দ গোস্বামী মহাশয় এতদ্বিষয়ে অনেক অনুমোদন করিয়াছেন।

গোস্বামি শ্রীগোকুলচন্দ্র শর্ম্মা।